গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি

১) 'রুপকল্প ২০২১' ও 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০' অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার জনস্বার্থে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে ১৬ মার্চ, ২০১৭ খ্রি: তারিখে (ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ গঠন করে। তদানুযায়ী উভয় বিভাগ স্ব-স্ব কার্যপরিধির আওতায় স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২) স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৩৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সরকার গত ৫ বছরে ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, ১টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্), ৫টি সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি (আইএইচটি) এবং ১৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ১টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন করেছে। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি মেডিকেল কলেজে ৭৫০টি আসন বাড়ানো হয়েছে। সরকার পর্যায়ক্রমে বাস্তবতার নিরীখে প্রতিটি বিভাগে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের সিন্ডিকেট গঠিত হয়েছে এবং জনবল নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি: তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সরকার পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগে এ কার্যক্রম শুরু করবে।

৩) শিশু নিউরোলজি ও অটিজম চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Paediatric Neurodisorder and Autism (IPNA) চালু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন অনুষদ ও ১০টি বিভাগ চালু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান সরকারের ঋণ সহায়তায় ১০০০ শয্যার সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপনের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

৪) এ যাবৎ সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে ৪৩ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ১৮টি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৪-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৫টি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ঢাকার মুগদায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এ্যাডভান্সড্ নার্সিং এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (NIANER) চালু করা হয়েছে। সরকারি কাপাসিয়া নার্সিং কলেজ, গাজীপুর ও সৈয়দা নাফিসা ইসলাম নার্সিং কলেজ, কিশোরগঞ্জের নির্মাণ কাজ শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে। সরকারি তাজউদ্দিন আহমদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, কলেজ-অব-নার্সিং, শেরে-বাংলা-নগর, ঢাকা এবং লালমনিরহাট নার্সিং কলেজে বিএসসি-ইন-নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। ০৩টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ যথা- ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং কলেজ, রাজশাহী, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ নার্সিং কলেজ, ঢাকা ও হলি নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রামে বিএসসি-ইন-নার্সিং কোর্স চালুর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বেসরকারি ০৫টি নার্সিং ইন্সটিটিউট যথা- ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ইন্সটিটিউট, বরিশাল, এলিট নার্সিং ইন্সটিটিউট, ঢাকা, এমাজন নার্সিং ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর, মডার্ণ নার্সিং ইন্সটিটিউট, নরসিংদী এবং মোহাম্মদপুর মডেল নার্সিং ইন্সটিটিউট, ঢাকায় ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং কোর্স চালুর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩৮টি প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু আছে। এছাড়া মিডওয়াইফ ফ্যাকাল্টির জন্য ডালারনা ইউনিভার্সিটি সুইডেনভিত্তিক দুই বছর মেয়াদি ওয়েববেইজড মাস্টার্স SRHR এবং পিএইচডি কোর্স চালু করা হয়েছে। ৫৫২০ জন নার্সিং ও নন নার্সিং কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৬৮০ জন নার্স কর্মকর্তাকে বিদেশে স্পেশালাইজেশন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৬০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ৬মাস মেয়াদি সার্টিফাইড এ্যাডভান্সড পোস্ট-বেসিক মিডওয়াইফারি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ৩০০০ মিডওয়াইফ এবং অস্থায়ী রাজস্বখাতে ১০,০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স এর পদ সৃজন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশক্রমে ১৪৬৯০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীণ শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় ৯ তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হোস্টেল এবং মহাখালী, ঢাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য ৬ তলা বিশিষ্ট ২০০ সিটের একটি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মহাখালী, ঢাকায় ২০ তলা বিশিষ্ট নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবনের ১০ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫) বর্তমানে ৩৯২৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে ২৮০০টি কেন্দ্র হতে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ৯৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ৭০টি হতে জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যার নম্বর ১৬৭৬৭। কল সেন্টারটি ৭ দিনে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। জরুরী প্রসূতি সেবায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য "মায়ের ব্যাংক" নামক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ১৪৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৪৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ঢাকা ও মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে সারাদেশে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব চেকআপসহ মা ও শিশু পুষ্টিসেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

৬) পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য গত ৫ বছরে ১২৫৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৮৪ টাকার জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।

০৭) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অন্যতম কাজ। গত ৫ বছরে এ প্রতিষ্ঠান ৬১৩১৪ জন কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, নার্স, প্যারামেডিক ও মাঠকর্মীকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যাদের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ নারী। নিপোর্ট বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS), ২০১৪ ও ২০১৭-১৮; বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS), ২০১৪ ও ২০১৭; ইউটিলাইজেশন অব এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি সার্ভে (UESD), ২০১৬ এবং বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS), ২০১৬ সহ ৬টি জাতীয় পর্যায়ের সার্ভে ও ১৪টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে।

৮) সরকারি সেবা জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন নিপোর্টকে ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Asset Management System) এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Training Management System) নামক দু'টি ওয়েববেইজড সফটওয়ার চালু করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশের সক্ষম দম্পতিদের জন্য প্রয়োজনীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর চাহিদা নিরূপণ, সক্ষম দম্পত্তিদের নিকট সরবরাহ, মজুদ ও বিতরণের হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে Supply Chain Management Portal (SCMP) নামক web portal চালু করা হয়েছে (http://scmpbd.org)। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের অবস্থান চিহ্নিতকরণের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ট্রাকিং সফটওয়্যার (geo location based) ব্যবহার করা হচ্ছে যার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৯) বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ৪ বাস্তবায়নে শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে যুগান্তকারী সফলতা অর্জনের জন্য ২০১০ সালে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পুরস্কারে ভূষিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ ও ২০১২ সালে দুইবার টিকাদান কর্মসূচী ও শিশুস্বাস্থ্যে অসাধারণ সাফল্যের জন্য Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) পুরস্কার লাভ করেন ও ২০১১ সালে স্বাস্থ্য সেবায় আইসিটি ব্যবহার করে নারী ও শিশুস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ South South পুরস্কার লাভ করেন।

১০) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশসমূহের প্রধানদের উপস্থিতিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুমোদিত হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নে এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (বার্ষিক) ২০০৭ সালের ১.৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১.৩৪ শতাংশে হ্রাস, স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে) ২০.৯ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৮.৫, স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে) ৬.২ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫.১, মোট প্রজনন হার ২.৩৯ থেকে হ্রাস পেয়ে ২.০৫, ১ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্ম) ৪৩

থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪, ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্ম) ৬০ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১, মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্ম) ৩.৫১ থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৭২ হয়েছে।